চবিতে সংঘাতে নিহত ৫
ছাত্রলীগে ৭০ সংঘর্ষ

মহাজোট সরকারের সাড়ে ৪ বছর

আবু বকর রাহাত, চবি থেকে

২০০৮ সালে জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সাড়ে ৪ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনায় ৫ শিক্ষার্থী মারা গেছে। আহত হয়েছে আরও ৫ শতাধিক। ছাত্রলীগের দু'গ্রুপ সংঘর্ষ হয়েছে কমপক্ষে ৭০টি। এসব ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবনসহ বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কৃত হয়েছে অন্তত ৫০ জন। সর্বশেষ রবিবার সংঘর্ষ হয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর টিপুর 'সিক্সটি নাইন' ও অপর সাংগঠনিক সম্পাদক অহিদুল ইসলামের 'ভিএক্স' গ্রুপের মধ্যে। সংঘর্ষে ৮ জন আহত হয়। এ ঘটনায় ৮ জনের নাম উল্লেখ করে শতাধিক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে পাল্টাপাল্টি মামলা করেছে ছাত্রলীগের উভয় গ্রুপ। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকেই ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির ধারা পাল্টাতে থাকে। তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত ভিসি অধ্যাপক বদিউল আলমের অপসারণকে কেন্দ্র করে প্রথমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে ক্যাম্পাস। তাঁর পদত্যাগের দাবিতে সে সময়ে প্রায় ২০ দিন শাটল ট্রেন অবরোধ ও ক্যাম্পাস অচল রাখে ছাত্রলীগ। এরপর থেকেই ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে 'কেন্দ্র' করে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দলটি। সাড়ে চার বছরে এমন সংঘর্ষ হয়েছে কমপক্ষে ৭০টি। ২০১১ সালের জুন মাসে ছাত্রলীগের ১৫ সদস্যের কমিটি গঠনের পর থেকে অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং ও সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। কিন্তু এ চার বছরে নিহত-খুনের শিকার হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ শিক্ষার্থী। ৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত হয় শিবিরকর্মী মামুন বিন হাবিব ও মুজাহিদুল ইসলাম। এর আগে ২০১০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে ট্রেনে ক্যাম্পাসে ফেরার পথে মুখোশধারী সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র মহিউদ্দিন মাসুম। একই বছর ২৯ মার্চ জবাই করে হত্যা করা হয় মার্কেটিং বিভাগের ছাত্র হারুন অর রশিদ কায়সারকে। হারুন হত্যার ১৬ দিন পর ১৫ এপ্রিল দুর্বৃত্তদের হাতে মারা যান অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুজ্জামান আসাদ।

অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং ও সংঘর্ষ : বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ একাধিক গ্রুপ ও উপগ্রুপে বিভক্ত। এসব গ্রুপগুলোর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ সহ-সভাপতি অমিত কুমার বসু সমর্থিত গ্রুপ সিএফসি ও সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুল মনসুর ও যুগ্ম-সম্পাদক সুমন মামুনের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক অহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে ভিএক্স গ্রুপ। এ গ্রুপগুলো মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি এবিএম মহিউদ্দিনের অনুসারী। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক খালেদের নেতৃত্বে ১নং গেট গ্রুপ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর টিপুর নেতৃত্বে রয়েছে সিক্সটি নাইন এবং যুগ্ম-সম্পাদক তানভীরের নেতৃত্বে রয়েছে একাকার। এ গ্রুপগুলো মহানগর আওয়ামী লীগ নেতা আ জ ম নাছিরের সমর্থিত। গ্রুপগুলোর মাঝে সাড়ে ৪ বছরে ৭০টিরও বেশি সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে আহত হয়েছে দু'শতাধিক ছাত্রলীগ নেতাকর্মী। পঙ্গুত্ববরণ করেছে ৫ ছাত্রলীগ নেতা। সর্বশেষ রবিবার ভিএক্স গ্রুপ ও সিক্সটি নাইন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে ৮ নেতাকর্মী আহত হয়। রবিবারের সংঘর্ষের ঘটনায় উভয় গ্রুপ পাল্টাপাল্টি মামলা করেছে। সোমবার হাটহাজারী মডেল থানায় এ মামলা করা হয়। ছাত্রলীগের শাটল ট্রেনের বগিভিত্তিক সংগঠন 'ভার্সিটি এক্সপ্রেস (ভিএক্স)' গ্রুপের আহমদ মইনুল ইসলাম বাদী হয়ে ৫ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা ৪০-৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলার আসামিরা হল— ছাত্রলীগ সদস্য আরমান, রাকিব, মেহেদী, ইফতেখার ও ছাত্রলীগ কর্মী নীরব। অপরদিকে 'সিক্সটি নাইন' গ্রুপের ছাত্রলীগ কর্মী নুর আলম ইমন বাদী হয়ে আরেকটি মামলা দায়ের করে। মামলায় তিনজনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা ৫০-৬০ জনকে আসামি করা হয়। মামলার আসামিরা হলেন— ছাত্রলীগ সদস্য রুবেল দে, মেহরাজ ও ছাত্রলীগ কর্মী রুমা। এর আগে ২০১১ সালের ২৯ ও ৩০ এপ্রিল ছাত্রলীগের শাটল ট্রেনের বগিভিত্তিক গ্রুপ ককস, উল্কা, সিএফসিসহ কয়েকটি গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় হামলা-পাল্টাহামলার ঘটনা ঘটে। এতে ১১ ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ২৭ অক্টোবর সোহরাওয়ার্দী হলে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হয়েছেন চবিতে কর্মরত সাংবাদিক মাহবুব তাহসিন। ৩১ অক্টোবর অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ৩১ ডিসেম্বর প্রতিপক্ষের হামলায় আহত হয়েছে দু'ছাত্রলীগ কর্মী। ২০১২ সালের ২৮ এপ্রিল শাটল ট্রেনে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর টিপু ও যুগ্ম-সম্পাদক তানভীরের গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে ৬ ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আহত হয়। সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন ছাত্রলীগ নেতাকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ১৪ মে সভাপতি মামুন ও সহ-সভাপতি অমিত কুমার বসুর নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে দু'ছাত্রলীগকর্মী আহত হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি মামুন গ্রুপের সঙ্গে সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর টিপুর গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে ৫ ছাত্রলীগ নেতাকর্মী আহত হয়। এ ঘটনায় ৬ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ২০১২ সালের ১২ মার্চ ছাত্রলীগের অন্যায় আচরণে পদত্যাগ করেন প্রোভিসি ড. আবতাব হোসেন। শুধু অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষই নয় এ সময়ে শিবিরের সঙ্গেও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ৫ বার ছাত্রলীগের সঙ্গে শিবিরের সংঘর্ষ হয়েছে। সর্বশেষ ৮ ফেব্রুয়ারি উভয় দলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এতে দু'শিবিরকর্মী নিহত হয়। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের কমপক্ষে ১৫০ জন আহত হয়। এর আগে ২০১০ সালের ১৪ মে শহীদ আবদুর রব হলে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ২০১১ সালের ২৬ অক্টোবর ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় শাহজালাল হল থেকে ৪২ শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।